

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
রাজস্ব ভবন  
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- জারাবো/আঃআঃবিঃ/কর-৭/বাজেট-২০০৯-১০/ তারিখঃ ২২/০৭/২০০৯ইং।

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ২০০৯ সহ ৩০/০৬/২০০৯ পর্যন্ত অন্যান্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ  
করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনসমূহের ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ২০০৯ সহ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখ পর্যন্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়কর  
অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালা  
এবং এসআরও এর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধানাবলীর যথাযথ অনুসরণ ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে  
নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলোঃ

১। ২০০৯-১০ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য কর হার :

(ক) ব্যক্তি শ্রেণীর কর হার :

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের বিদ্যমান করমুক্ত  
আয়ের সীমা ও কর হারের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

- প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ১,৮০,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি  
করে ২,০০,০০০/- টাকা করা হয়েছে।
- দেশের সিনিয়র সিটিজেন/প্রবীণ করদাতাদের বয়স সীমা ৭০ বছর হতে  
কমিয়ে ৬৫ বছর করা হয়েছে।

এ ছাড়া ব্যক্তি শ্রেণীর অন্যান্য করদাতাদের আয়করের হার ও করমুক্ত আয়ের  
সীমা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী করদাতাদের ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ করবর্ষের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ও  
আয়করের হার সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

মোট আয়			কর হার
(ক)	প্রথম ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	শূন্য
(খ)	পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	১০%
(গ)	পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	১৫%
(ঘ)	পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	২০%
(ঙ)	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	....	২৫%

মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতাদের আয়ের উপর ২০০৯-২০১০ করবর্ষের আয়করের হার নিম্নরূপ :

মোট আয়			কর হার
(ক)	প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	শূন্য
(খ)	পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	১০%
(গ)	পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	১৫%
(ঘ)	পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	২০%
(ঙ)	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	....	২৫%

মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতা বা প্রতিবন্ধী করদাতা ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা (অনিবাসী বাংলাদেশীসহ), হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়			কর হার
(ক)	প্রথম ১,৬৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	শূন্য
(খ)	পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	১০%
(গ)	পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	১৫%
(ঘ)	পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	....	২০%
(ঙ)	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	....	২৫%

- তবে শর্ত থাকে যে, সকল করদাতার ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ ২,০০০/- টাকার কম হবে না। এছাড়া কোন করদাতার বিনিয়োগ রেয়াত প্রদানের পর প্রদেয় করের পরিমাণ ২,০০০/- টাকার কম বা ঋণাত্মক হলেও উক্ত করদাতাকে ন্যূনতম ২,০০০/- টাকা আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

ব্যক্তিগণের করদাতাদের কর রেয়াত সম্পর্কিত তথ্যঃ

- \* আরও শর্ত থাকে যে, ২০০৮-২০০৯ করবর্ষে যে সকল করদাতা সর্বোচ্চ ২৫% হারে কর প্রদান করেছেন, তাঁরা ২০০৯-২০১০ করবর্ষে কমপক্ষে ১০% অধিক হারে আয় প্রদর্শন করলে প্রদর্শিত অতিরিক্ত আয়ের জন্য পরিশোধযোগ্য করের উপর ১০% হারে কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেনঃ
- \* আরও শর্ত থাকে যে, কোন করদাতা যদি স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area) বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় (least developed area) অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হন এবং উক্ত কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন, তাহলে তিনি উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প হতে উদ্ভূত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবেন :

	বিবরণ	রেয়াতের হার
(অ)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ১৫% এর অধিক, কিন্তু ২৫% এর অধিক নহে	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫%;
(আ)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ২৫% এর অধিক হয়	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ১০%;

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "সবচেয়ে কম উন্নত এলাকা (least developed area)" বা "স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area)" অর্থ Income-tax Ordinance, 1984 এর section 45 এর sub-section (2A) এর clause (b) এবং (c) এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সবচেয়ে কম উন্নত এলাকা (least developed area) বা স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area)।

\* ব্যক্তি করদাতার কর রেয়াতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা পাঁচ লক্ষ টাকার পরিবর্তে দশ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

(খ) কোম্পানীর কর হার :

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আয়কর হারের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বিদ্যমান সকল শর্ত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে, ব্যাংক, বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান আয়করের হার ৪৫% হতে কমিয়ে ৪২.৫% করা হয়েছে।

কোম্পানীর কর হার সংক্রান্ত সিডিউল নিম্নরূপ :

কোম্পানী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সে সকল করদাতা যাদের ক্ষেত্রে Income-tax Ordinance, 1984 অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারে (at the maximum rate) আয়কর আরোপিত হয়-

(১) "বাংলাদেশে যে কোম্পানীর রেজিস্ট্রীকৃত অফিস অবস্থিত সে কোম্পানী হতে লব্ধ ডিভিডেন্ড আয় ব্যতীতকে অন্য" সর্ব প্রকার আয়ের উপর-

(ক) দফা (খ) ও (গ) তে বর্ণিত কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে ব্যতীত-

(অ) এরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানীর ক্ষেত্রে যা publicly traded company.....

উক্ত আয়ের ২৭.৫%ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ publicly traded company যদি ২০% এর চেয়ে বেশী লভ্যাংশ

(যার মধ্যে বোনাস শেয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে না) প্রদান করে তা হলে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এরূপ publicly traded company যদি ১০% এর কম লভ্যাংশ (যার মধ্যে বোনাস শেয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে না) ঘোষণা করে অথবা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করে তা হলে উক্ত publicly traded company এর কর হার হবে ৩৭.৫%;

(আ) এরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানীর ক্ষেত্রে যা publicly traded company নয়, এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ Income-tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (20) এর sub-clause (a), (b), (bb), (bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে .....

উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;

(খ) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে .....

উক্ত আয়ের ৪২.৫%;

(গ) মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর ক্ষেত্রে .....

উক্ত আয়ের ৪৫%;

তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানী যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offer Placement ৫% এর বেশী

থাকতে পারবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করে Publicly traded company তে রূপান্তরিত হয় সেক্ষেত্রে কর হার হবে ৩৫%।

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত পুঁজির উপরে ঘোষিত ও পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাভাসন যা Income-tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (26) এর sub-clause (dd) অনুসারে লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য, তার উপর প্রযোজ্য কর .....

উক্ত আয়ের ২০%।

(৩) কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর .....

উক্ত আয়ের ২৫%।

তবে শর্ত থাকে যে, লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম করের পরিমাণ কোন ভাবেই ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার কম হবে না।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "publicly traded company" বলতে এরূপ কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে বুঝাবে যা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয় বৎসরের আয়কর নির্ধারণ করা হবে সেই আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানীটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

২। **Annual Value** এর গৃহ-সম্পত্তির সংজ্ঞার পরিধি বাড়িয়ে গৃহ-সম্পত্তি হতে আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে ফার্নিচার, ফিটিংস, ফিকচারস ইত্যাদিকে গৃহ-সম্পত্তির সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করার বিধান প্রবর্তন [Section 2(3) এবং Section 24] :

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর section 2 এর clause (3) এর sub-clause (a) এর আইটেম (i) এর ক্ষেত্র বিস্তৃত করে গৃহ-সম্পত্তি হতে আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে ফার্নিচার, ফিটিংস, ফিকচারস ইত্যাদি ভাড়া প্রদান বাবদ প্রাপ্ত আয়কে গৃহ-সম্পত্তি হতে উদ্ধৃত আয়ের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান প্রবর্তন করা

হয়েছে। এ উদ্যোগে section 24 এর sub-section (1) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

৩। ট্রাইব্যুনালের সদস্য পদে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যগণকে নিয়োগ দেয়ার বিধান প্রবর্তন [Section 11 (3) (i)]:

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 11 এর sub-section (3) এর clause (i) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ট্যাক্সেস আপীলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগের প্রথম শর্তটি সংশোধন করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ছিলেন অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য হিসেবে কর্মরত অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য হিসেবে চলতি দায়িত্বে কর্মরত কোন কর্মকর্তাকেও ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যাবে।

৪। নগদে গৃহীত ঋণের অংকের নির্ধারিত পরিমাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়ন [section 19(21)]:

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19(21) ধারায় নগদে গৃহীত ঋণের পরিমাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর section 19 এর sub-section (21) এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কোন আয় বছরে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে নগদে ৫০,০০০/- টাকার উপরে ঋণ গ্রহণ করে সেই ঋণের অংক পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে ফেরত প্রদান না করা হলে পরবর্তী করবর্ষে তা ঋণ গ্রহীতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19(21) ধারায় আনীত পরিবর্তনের দ্বারা এই ঋণের সীমা ৫০,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০,০০০/- টাকা করা হয়েছে অর্থাৎ কোন করদাতা কর্তৃক কোন ব্যক্তির নিকট থেকে নগদে ১,০০,০০০/- টাকার উপরে ঋণ নিয়ে পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে তা ফেরত না দিলে পরবর্তী করবর্ষে সেই ঋণের অংক ঋণ গ্রহীতার হাতে আয় হিসেবে যোগ করতে হবে।

৫। নতুন শিল্প স্থাপন ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে অপ্রদর্শিত আয়ের উপর ১০% হারে কর প্রদানের শর্তে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদানের বিধান প্রবর্তন [Section 19A]:

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 19A প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অপ্রদর্শিত আয়ের উপর ১০% হারে কর প্রদান করে উক্ত আয় নিম্নোক্ত শর্তে নতুন শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছেঃ

- বিনিয়োগের সময় সীমা হবে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১০।
- অপ্রদর্শিত আয়ের উৎস উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ফরমে আয় ঘোষণা করতে হবে।
- যে খাতে বিনিয়োগ করা হবে উক্ত প্রকল্পে কতজন লোকের কর্মসংস্থান হবে তার ঘোষণা দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মসংস্থানের বিষয়টি প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে গেলে যাচাই করা হবে।
- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পে কর্মসংস্থানের বিষয়টি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যাচাই করতে হবে।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে লোক নিয়োগের ঘোষিত সংখ্যা যাচাই করে যথাযথ পাওয়া না গেলে প্রদত্ত সুবিধা বাতিল করা যাবে।

যে সকল খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে Section 19A এর আওতায় সুবিধা নেয়া যাবে সেগুলো নিম্নরূপঃ

নতুন স্থাপিত শিল্প- উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে যার খাতগুলো যথাক্রমে, এগ্রো প্রসেসিং শিল্প (ফল প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, বেবিকর্প প্যাকেটজাতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, ফলের জুস প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাবার হতে পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান), টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্পিনিং শিল্প প্রতিষ্ঠান, টেক্সটাইল মেশিনারিজ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, খেলনা প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, আসবাবপত্র উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, তথ্য প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠান (Information technology enabled services), ড্রাগস ও ফার্মাসিউটিক্যালস উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প (যে কোন মেকানিকাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অথবা ইলেক্ট্রনিক্স মেশিনারী অথবা উহার যন্ত্রাংশ উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান), মেলামাইন দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, সিরামিক উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেনিটারীওয়্যার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, আয়রন আকরিক থেকে স্টীল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, এম.এস. রড উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, সি.আই. সীট উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, সার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, কীটনাশক উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, পেস্টিসাইড উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, পেট্রো-কেমিক্যাল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, বয়লার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, ড্রাগস,কেমিক্যালস এবং ফার্মাসিউটিক্যালস এর কাচামাল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, কমপ্রেসর উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, জাহাজ নির্মাণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, ডায়মন্ড কাটিং এ নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, অ্যাকুমুলেটর ও ব্যাটারী উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, ট্যুর অপারেটরস সেবা প্রদানকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, এনার্জি সেভিংস বাব্ব প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, পাটজাত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ বান্ধব হিসাবে রি-সাইক্লিং শিল্প প্রতিষ্ঠান, ভেষজ ঔষধ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, বেসিক ক্যামিকেলস এবং ডাইস উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, কসমেটিকস ও টয়লেট্রিজ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প, ফুটওয়্যার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, এম.এস. বিলেট উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান

অথবা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

ভৌত অবকাঠামো- নদী বা সমুদ্র বন্দর, কন্টেইনার টার্মিনাল, অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো, কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন, সিএনজি (CNG) টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন, গ্যাস পাইপ লাইন, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড রোড, মনোরেল, পাতাল রেল, মোবাইল ফোন ব্যতীত টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো, বৃহৎ পানি শোধনাগার প্ল্যান্ট ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে তা সরবরাহ, বর্জ্য পরিশোধনাগার প্ল্যান্ট, সৌরশক্তি প্ল্যান্ট এবং সরকার কর্তৃক গেজেট দ্বারা প্রকাশিত অন্য যে কোন ভৌত অবকাঠামো।

৬। পুরাতন শিল্পের মেরামত, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে অপ্রদর্শিত আয়ের উপর ১০% হারে কর প্রদানের শর্তে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদানের বিধান প্রবর্তন (Section 19AA):

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে Section 19AA প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের মেরামত, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে বিনিয়োগকৃত অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আয়কর বিভাগ কর্তৃক বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে:-

- আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর ১০% হারে কর প্রদান করতে হবে।
- বিনিয়োগের সময়সীমা জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১০।

৭। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান [Section 19AAA]:

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে Section 19AAA প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে নিম্নলিখিত শর্তে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:-

- \* পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের সময়সীমা হবে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১০। বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর ১০% হারে কর প্রদান করতে হবে;
- \* বিনিয়োগের পর পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে বিনিয়োগকৃত টাকার অংক শেয়ার বাজার হতে উত্তোলন করা যাবে না।



৮। একটি ফ্ল্যাট বা একটি ফ্লোর নির্মাণের জন্য অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ প্রদানের বিধান প্রবর্তন [Section 19BBBB]:

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ নতুন Section 19BBBB সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গৃহ-সম্পত্তিতে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

- একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট অথবা একটি ফ্লোরের নির্মাণের বিপরীতে Section 19BBBB এর আওতায় বিনিয়োগের সুযোগ নিতে পারবেন।
- বিনিয়োগের সময়সীমা হবে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১০।

Section 19BBBB তে বর্ণিত আয়কর প্রদানের হার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	ফ্ল্যাট/ফ্লোরের পরিমাপ	কর প্রদানের হার	যে এলাকার জন্য প্রযোজ্য
১।	অনুর্ধ্ব একশত বর্গমিটার পর্যন্ত	প্রতি বর্গ মিটার ৮০০/- টাকা	গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, ডিফেন্স অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি (ডিওএইচ এস), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা এবং খুলশী আবাসিক এলাকা, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা চট্টগ্রাম
২।	একশত বর্গমিটারের উর্ধ্বে কিন্তু দুইশত বর্গমিটারের উর্ধ্বে নয়।	প্রতি বর্গ মিটার ১০০০/- টাকা	১ নং ক্রমিকে বর্ণিত এলাকার জন্য
৩।	দুইশত বর্গমিটারের উর্ধ্বে	প্রতি বর্গ মিটার ১৫০০/- টাকা	১ নং ক্রমিকে বর্ণিত এলাকার জন্য
৪।	অনুর্ধ্ব একশত বর্গমিটার পর্যন্ত	প্রতি বর্গ মিটার ৪০০/- টাকা	১ নং ক্রমিকে বর্ণিত এলাকার বাইরে অন্য সকল এলাকার জন্য
৫।	একশত বর্গমিটারের উর্ধ্বে কিন্তু দুইশত বর্গমিটারের উর্ধ্বে নয়।	প্রতি বর্গ মিটার ৬০০/- টাকা	১ নং ক্রমিকে বর্ণিত এলাকার বাইরে অন্য সকল এলাকার জন্য
৬।	দুইশত বর্গমিটারের উর্ধ্বে	প্রতি বর্গ মিটার ১০০০/- টাকা	১ নং ক্রমিকে বর্ণিত এলাকার বাইরে অন্য সকল এলাকার জন্য

- ৯। গৃহ-সম্পত্তির ভাড়া আয়ের পরিধি সম্প্রসারণ [Section 24(1)]:  
 অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 24 এর sub-section (1) এ প্রয়োজনীয় সংযোজনীর মাধ্যমে গৃহ-সম্পত্তি হতে আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে ফার্নিচার, ফিটিংস, ফিকচারস ইত্যাদির ভাড়া প্রাপ্তি বাবদ আয়কে গৃহ-সম্পত্তি হতে উদ্ধৃত আয়ের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ১০। রয়্যালটি, টেকনিক্যাল সার্ভিস ফি, টেকনিক্যাল-নো-হাউ ফি অথবা টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফি বাবদ অনুমোদনযোগ্য খরচের সীমা বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত সুযোগ প্রদানের বিধান প্রবর্তন [Section 30 এর clause (h)]:  
 অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 30 এর clause (h) সংশোধন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, রয়্যালটি, টেকনিক্যাল সার্ভিস ফি, টেকনিক্যাল নো-হাউ-ফি অথবা টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফি খাতে সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য খরচ মুনাফার ৫% এর পরিবর্তে ৮% হবে।
- ১১। ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কর রেয়াতের জন্য বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা পাঁচ লক্ষ টাকা হতে বাড়িয়ে দশ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা [Section 44 (3)(a)]:  
 অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 44 এর sub-section (3) এর clause (a) পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কর রেয়াতের জন্য বিনিয়োগের সীমা পাঁচ লক্ষ টাকা হতে বাড়িয়ে দশ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ফলে একজন করদাতা তাঁর মোট আয়ের ২৫% অথবা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এ দুটির মধ্যে যে অংকটি কম সেই অংকের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবেন।
- ১২। তৈরী পোষাক শিল্পের কর অবকাশ সুবিধার শর্ত সংশোধন [Section 46A (2)(c)]:  
 অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 46A এর sub-section (2) clause (c) তে নতুন প্রোভাইসো সংযোজনপূর্বক এরূপ বিধান করা হয়েছে যে- তৈরী পোষাক শিল্পে কর অবকাশ সুবিধার শর্ত হিসেবে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের ৩০% এর পরিবর্তে ৪০% ঐ শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা যাবে। এক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে আরো ১০% অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগের শর্ত বিলোপ করা হয়েছে অর্থাৎ তৈরী পোষাক শিল্পে কর অবকাশ সুবিধার একটি শর্ত হলো কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের ৪০% ঐ শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা।
- ১৩। তৈরী পোষাক শিল্পের কর অবকাশ সুবিধার শর্ত সংশোধন [Section 46B(4)(b)]:  
 অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 46B এর sub-section (4) এর clause (b) তে নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করে বিধান

করা হয়েছে যে, তৈরী পোষাক শিল্পে কর অবকাশ সুবিধার শর্ত হিসেবে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের ৩০% এর পরিবর্তে ৪০% ঐ শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা যাবে। এক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ত্রয়ে ১০% অর্থ বিনিয়োগের শর্ত বিলোপ করা হয়েছে অর্থাৎ তৈরী পোষাক শিল্পে কর অবকাশ সুবিধার একটি শর্ত হলো কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের ৪০% ঐ শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা।

১৪। ভূমি হুকুম দখল বাবদ প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ অর্থের উপর উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাসকরণঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 52C এর সংশোধন করে ভূমি হুকুম দখল বাবদ প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ অর্থের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৬% হতে হ্রাস করে ২% করা হয়েছে। উৎসে কর কর্তনের এ বিধান ১ জুলাই হতে কার্যকর হবে।

১৫। ডায়মন্ড কাটিং শিল্পে বিদেশী টেকনিশিয়ানদের বেতন-ভাতার উপর পাঁচ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে Section 52O প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্থাপিত ডায়মন্ড কাটিং শিল্পে, জুন ২০১০ এর মধ্যে নিয়োগকৃত বিদেশী টেকনিশিয়ানদের নিয়োগের তারিখ হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য প্রদেয় বেতন-ভাতার অংকের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন এবং উৎসে কর্তিত পাঁচ শতাংশ করকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।

১৬। বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক দেশের বাইরে অর্জিত ফ্রেইট ভাড়ার উপর উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 53AA তে প্রোভাইসোর মাধ্যমে বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক বিদেশে সেবা প্রদান করে বিদেশে প্রাপ্ত এবং সরকারী চ্যানেলে দেশে আনীত ফ্রেইট চার্জের উপর ৩% হারে উৎসে কর কর্তন আরোপ করা হয়েছে। উৎসে কর্তিত এ কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ করদাতার হিসেবে ফ্রেইট চার্জ ক্রেডিট করার সময় উক্ত ফ্রেইট চার্জের উপর ৩% হারে কর কর্তন করবেন।

১৭। রপ্তানী ক্ষেত্রে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নতুন কিছু খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার বিধানঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 53BB প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নীটওয়ার ও ওভেন গার্মেন্টস এর সঙ্গে নতুন খাত হিসেবে টেরিটাওয়াল, গার্মেন্টস শিল্পের কার্টন ও এক্সেসরিজ, পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, সজ্জি, চামড়াজাত পণ্য এবং প্যাকেটজাত খাদ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নতুন খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত এ পণ্যগুলো রপ্তানীর ক্ষেত্রে

প্রাপ্ত রপ্তানী মূল্যের উপর ০.২৫% হারে উৎসে কর্তিত কর অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি তে clause (n) সংযোজন করে চূড়ান্ত করদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৮। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের লেনদেনের উপর বিদ্যমান উৎসে কর কর্তনের হার বৃদ্ধিঃ  
অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 53BBB সংশোধন করে স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের লেনদেনকৃত (transaction) শেয়ার, ডিবেঞ্চর, মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড অথবা সিকিউরিটিজের মূল্যের উপর বিদ্যমান উৎসে কর কর্তনের হার ০.০১৫% এর পরিবর্তে ০.০২৫% করা হয়েছে।

১৯। Section 53DD বিলোপ করে রপ্তানীর বিপরীতে প্রদত্ত ক্যাশ সাবসিডি'র উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান বাতিলঃ  
অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 53DD বিলোপ করে রপ্তানীর বিপরীতে প্রদত্ত ক্যাশ সাবসিডি'র উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান বাতিল করা হয়েছে অর্থাৎ ১ জুলাই ২০০৯ হতে রপ্তানীর বিপরীতে প্রদত্ত ক্যাশ সাবসিডি'র উপর উৎসে কর কর্তন করতে হবে না।

২০। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নিয়োজিত কোম্পানী কর্তৃক জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কর হারের পরিবর্তনঃ  
রিয়েল এস্টেট কোম্পানী কর্তৃক জমি বিক্রয় হতে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান সম্পর্কে অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 53FF এর রুজ (b) তে এ মর্মে পরিবর্তন আনা হয়েছে যে,  
(ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর কর প্রদানের বিদ্যমান হার (দলিল মূল্যের উপর ৫%) ৩১ আগস্ট ২০০৯ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ হতে ৫% এর পরিবর্তে দলিল মূল্যের উপর ২% হারে কর প্রদান করতে হবে।

(খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার বাইরে এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বের অ-কৃষি সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৩১ আগস্ট ২০০৯ পর্যন্ত দলিল মূল্যের উপর ৫% হারে এবং ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ হতে এ হার ৫% এর পরিবর্তে দলিল মূল্যের উপর ১% হারে কর প্রদান করতে হবে।

২১। উৎসে আয়কর সংগ্রহ/আদায়ের বিধান সন্নিবেশ করে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন Section 62A সন্নিবেশঃ

অর্থ আইন ২০০৯, এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে Section 62A সংযোজন করা হয়েছে। নতুন ধারায় উৎসে আয়কর সংগ্রহ/আদায়ের পদ্ধতি ও হার সম্পর্কিত তথ্য সমূহ একত্রে সন্নিবেশ করে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের জন্য সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশে একটি নতুন সিডিউল হিসেবে অষ্টম সিডিউল সংযোজন করার জন্য আয়কর অধ্যাদেশে Section 62A সংযোজন করা হয়েছে।

তবে অষ্টম সিডিউলে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন প্রশ্ন উদ্ভূত হলে সেক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সপ্তম অধ্যায় অনুসরণীয় হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

- ২২। আয়কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে **Section 74** এর কর পরিশোধের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে **Section 74** সংশোধনঃ
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 74 ধারার বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী 75 ধারার অধীনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে প্রদেয় কর পরিশোধের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Section 74** সংশোধন করে **Section 75, 77, 78, 89(2), 91(3) ও 93(1)** ধারায় রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে **Section 74** ধারায় প্রদেয় কর পরিশোধের বিধান করা হয়েছে।
- ২৩। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **82BB** অর্থাৎ সর্বজনীন স্বনির্ধারনী পদ্ধতির ক্ষেত্রে নতুন দুটি **sub-section** সংযোজনঃ
- অর্থ আইন ২০০৯, এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Section 82BB** তে নতুন দুটি **sub-section** সংযোজন করে নতুন করদাতাদের আয়কর নথিতে প্রদর্শিত মূলধনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ব্যবস্থা নিম্নরূপঃ
- (ক) সর্বজনীন স্বনির্ধারনী পদ্ধতির আওতায় দাখিলকৃত নতুন করদাতাদের আয়কর রিটার্ণে ব্যবসা/পেশা আয়ের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত মূলধনের ন্যূনতম ২৫% আয় প্রদর্শন করে বিধি মোতাবেক কর পরিশোধ করলে প্রদর্শিত মূলধন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যাবে না।
- (খ) সর্বজনীন স্বনির্ধারনী পদ্ধতির আওতায় নতুন করদাতা কর্তৃক গৃহীত মূলধনী সুবিধার অংক অর্থাৎ প্রদর্শিত মূলধন পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কোন ভাবেই (ধার, দান ইত্যাদির প্রক্রিয়ায়) হস্তান্তর করা যাবে না।
- ২৪। আয়কর অধ্যাদেশের **Section 82C** সংশোধনঃ
- (ক) অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Section 53DD** এর বিধান অনুযায়ী রপ্তানীর ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত ক্যাশ সাবসিডি়র উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান বাতিল করায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Section 82C** এর **sub-section (2)** এর **clause (lg)** বিলোপ করা হয়েছে।
- (খ) অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Section 53BB** তে কিছু আইটেম অন্তর্ভুক্ত করায় তার যথাযথ প্রয়োগের জন্য আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Section 82C** এর **sub-section (2)** তে নতুন **clause (n)** সংযোজন করা হয়েছে।
- (গ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন সংযোজিত **Section 52O** তে ডায়মন্ড কাটিং শিল্পে নিয়োজিত বিদেশী টেকনিশিয়ানদের বেতন আয়ের উপর উৎসে কর্তিত করকে

চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 82C এর sub-section (2) তে clause (o) সংযোজন করা হয়েছে।

(ঘ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 82C এর sub-section (4) এ "Section 53BB" এবং "Section 52O" শব্দ এবং সংখ্যাগুলো সংযোজন করা হয়েছে। ফলে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 53BB এবং Section 52O অনুযায়ী কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

২৫। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Section 93** এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে Section 121A প্রবর্তিত হওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 93 এর sub-section (3) এর clause (b) এর প্রোভাইসোতে "sections 120, 156 or 159" এর পরিবর্তে "sections 120, 121A, 156 or 159" প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

২৬। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Section 94** এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 121A প্রবর্তিত হওয়ায় Section 94 এর sub-section (3) তে "sections 120, 156, 159, 161 or 162" এর পরিবর্তে "sections 120, 121A, 156, 159, 161 or 162" প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

এ ছাড়া উক্ত ধারার Explanation I ও Explanation II এ -ও অনুরূপ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

২৭। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন **Section 121A** সন্নিবেশঃ

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে কর কমিশনারের রিভিশনাল ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারাটি অর্থাৎ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 121 ধারা বিলোপ করা হয়েছিল। অর্থ আইন ২০০৯, এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কর কমিশনারের রিভিশনাল ক্ষমতা সম্পর্কিত নতুন Section 121A সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিলুপ্ত Section 121 এর সাথে নতুন Section 121A এর একটি জায়গায় পার্থক্য রয়েছে। নতুন Section 121A অনুযায়ী করদাতার আবেদনের ৬০ দিনের মধ্যে কর কমিশনার যদি রিভিউ আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হন, তবে করদাতার প্রার্থিত relief মঞ্জুর করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। ইতোপূর্বে এই সময়সীমা ছিল ৩০ দিন।

২৮। আপীলাত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীল আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা পরিবর্তন করে **Section 156** সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 156 সংশোধন করে আপীলাত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীল আবেদন নিষ্পত্তির সময় সীমা বৃদ্ধি করে ১৫০ দিন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে এ সময় সীমা ছিল ৯০ দিন।

২৯। ট্রাইবুনালে আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত হিসেবে কর পরিশোধের হার পরিবর্তন [Section 158(2)] :

অর্থ আইন ২০০৯, এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 158 এর sub-section (2) তে "ten percent" এর পরিবর্তে "five percent" সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এর ফলে ট্রাইবুনালে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার অথবা কর কমিশনার (আপীল) এর আদেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর এবং Section 74 অনুযায়ী প্রদেয় করের পার্থক্যকৃত অংকের ৫% পরিশোধ করতে হবে। পূর্বে এ হার ছিল ১০%।

৩০। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কর পরিশোধের বিধান করে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 160 সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 160 এর সংশোধন করে এই বিধান করা হয়েছে যে, কর আপীলাত ট্রাইবুনালের আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় আয়কর এবং আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার অথবা কর কমিশনার (আপীল) -এর আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় আয়করের পার্থক্যের উপর দশ শতাংশ আয়কর পরিশোধপূর্বক সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলা দায়ের করা যাবে। তবে এ বিষয়ে কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতার শর্ত পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারবে।

৩১। টিআইএন ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে Section 184A সংশোধন।

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 184A সংশোধন করে টিআইএন ব্যবহারের ক্ষেত্রকে বাড়ানো হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী আরো যে যে ক্ষেত্রে টিআইএন সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা হলোঃ-

(ক) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) কর্তৃক গৃহ সম্পত্তির নকশা অনুমোদনের সময় টিআইএন সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০০৯ হতে গৃহ সম্পত্তির নকশা অনুমোদনের সময় টিআইএন সনদ দাখিল করতে হবে।

(খ) ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুর সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট টিআইএন সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০০৯ হতে ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুর সময় টিআইএন সনদ দাখিল করতে হবে।

৩২। নতুন করদাতা কর্তৃক টিআইএন গ্রহণের পূর্বে কর পরিশোধ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (National Identity Number) উল্লেখের বিধান করে Section 184B এবং Rule 64B সংশোধন।

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 184B সংশোধন করে টিআইএন গ্রহণের ক্ষেত্রে কর পরিশোধের বিধান করা হয়েছে।

তদনুযায়ী Income-tax Rules, 1984 এর Rule 64B তে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত Rule 64B অনুযায়ী টিআইএন গ্রহণের ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা আয়কর জমা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। জমাকৃত আয়করের এ অংক রিটার্নে প্রদর্শিত/নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের সাথে সমন্বয় করা যাবে। এ ছাড়া টিআইএন আবেদন ফরমে নতুন paragraphs 8 এবং 9 সংযোজন করা হয়েছে। Paragraph 8 এ কর পরিশোধের তথ্য যথা- চালান অথবা পে অর্ডার নম্বর ও তারিখ, ব্যাংকের নাম ও শাখা উল্লেখ করতে হবে। Paragraph 9 এ জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর সন্নিবেশের বিধান করা হয়েছে।

৩৩। আয়কর অধ্যাদেশের প্রথম তফসিল, পার্ট-C এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর প্রথম তফসিল, পার্ট-C এর paragraph 2(1) সংশোধন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গ্র্যাচুইটি ফান্ডের অনুমোদনের সময়সীমা তিন মাস হতে বর্ধিত করে চার মাস করা হয়েছে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির চার মাসের মধ্যে উক্ত আবেদনের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে গ্র্যাচুইটি ফান্ড অনুমোদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে।

৩৪। আয়কর অধ্যাদেশের তৃতীয় তফসিল এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর তৃতীয় তফসিল এর ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সংশোধনী আনা হয়েছেঃ

(ক) অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর তৃতীয় তফসিলে paragraph 3 এর sub-paragraph (1) এর TABLE এর Serial No. (3)(2) এর clause (b) এর sub-clause (v) এর পর নতুন sub-clause (vi) সংযোজিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যবসা বা পেশায় ব্যবহৃত বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার সফটওয়্যার এর উপর ৫০% অবচয়ভাতা অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে।

(খ) ব্যবসা বা পেশায় ব্যবহৃত মোটর গাড়ীর অবচয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য অথবা দশ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দশ লক্ষ টাকার উপর অবচয় অনুমোদনের বিদ্যমান বিধানটি পরিবর্তন করে paragraph 11 এর clause (3) এর sub-clause (g) এবং clause (6) এর sub-clause (a) সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী দশ লক্ষ টাকার পরিবর্তে বিশ লক্ষ টাকার উপর অবচয় অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে।

৩৫। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল পার্ট-A এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 6<sup>th</sup> Schedule, Part-A এর paragraph 38 প্রতিস্থাপন এবং paragraph 40 এর পর নতুন paragraph 41 সংযোজন করা হয়েছে।



(ক) নতুন প্রতিস্থাপিত paragraph 38 এর মাধ্যমে ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ (উভয় দিবস অন্তর্ভুক্ত) তারিখের মধ্যে নির্মিত ন্যূনতম ১০টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট পাঁচ তলা বা তদুর্ধ্ব তলার ইমারত হতে উদ্ভূত আয়কে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নির্মাণ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে :

ইমারতটি সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, টংগী উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা, গাজীপুর পৌরসভা এবং ঢাকা জেলার অন্তর্গত যে কোন পৌরসভার আওতাধীন এলাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় নির্মিত হতে হবে অর্থাৎ কোন সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, টংগী উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা, গাজীপুর পৌরসভা এবং ঢাকা জেলার অন্তর্গত কোন পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় নির্মিত ইমারতের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

(খ) নতুন সংযোজিত paragraph 41 এর মাধ্যমে পেনশনার'স সেভিংস সার্টিফিকেট হতে উদ্ভূত সুদ বা মুনাফা আয় করমুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। ১ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখ হতে উদ্ভূত সুদ বা মুনাফার ক্ষেত্রে এ বিধানটি কার্যকর হবে।

৩৬। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল পার্ট-B এ নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজনঃ অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল পার্ট-B এর paragraph 22 এর পর নতুন paragraph 23 সংযোজনের মাধ্যমে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের আয়কর রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের তালিকায় একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার অথবা একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয় বাবদ সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা অথবা একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় বাবদ সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিয়োগের উপর কর রেয়াত দেয়ার বিধান করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কেউ যদি এক লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয় করেন অথবা কেউ যদি পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় করেন সে ক্ষেত্রে তিনি এক লক্ষ টাকা অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরই কর রেয়াতের সুবিধা পাবেন। আবার যদি কেউ এক লক্ষ টাকার কম মূল্যের ল্যাপটপ কম্পিউটার অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকার কম মূল্যের ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় করেন তা হলে তিনি নির্ধারিত ক্রয় মূল্যের উপর কর রেয়াতের সুবিধা পাবেন। তবে আয়কর রেয়াতের ক্ষেত্রে section 44(2)(b) এবং section 44(3) অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ণয়ের বিষয়ে একজন করদাতার প্রকৃত বিনিয়োগ বা মোট আয়ের ২৫% বা ১০,০০,০০০/- টাকা -এ তিনটির মধ্যে সর্বনিম্নটি বিবেচিত হবে।

৩৭। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে **THE EIGHTH SCHEDULE** শিরোনামে উৎসে কর কর্তন সম্পর্কিত নতুন তফসিল সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অধীনে বিভিন্ন খাতে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহের বিদ্যমান বিধান ও হার একত্রে সন্নিবেশ করে উৎসে কর প্রদানকারী এবং উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের জন্য সহজবোধ্য ও ব্যবহারোপযোগী করার লক্ষ্যে **THE EIGHTH SCHEDULE** শিরোনামে নতুন তফসিল সংযোজন করা হয়েছে। তবে অষ্টম তফসিলে বর্ণিত বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বা অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে উৎসে কর কর্তনের বিষয়ে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত বিধানগুলো প্রাধান্য পাবে এবং অনুসৃত হবে।

৩৮। **Income-tax Rules, 1984** এর বিভিন্ন বিধি সংশোধন ও সংযোজন সংক্রান্তঃ

(ক) **Rule 17A** প্রতিস্থাপনঃ

এসআরও নং ১৮৯-আইন/আয়কর/২০০৯, তারিখ ১ জুলাই ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 53 এর অধীনে আমদানী পর্যায়ে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধি সম্বলিত Income-tax Rules, 1984 এর Rule 17A প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত Rule 17A অনুযায়ী পণ্যসমূহকে H.S.Code এর ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে এবং কিছু পণ্যকে উৎসে কর কর্তন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত Rule 17A ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।

(খ) **Rule 17I** প্রতিস্থাপনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে জমি বিক্রয়ের বিপরীতে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর প্রদেয় আয়করের হার পরিবর্তনের জন্য Income-tax Rules, 1984 এর **Rule 17I** তে আয়করের হার সংশোধন করা হয়েছে। প্রদেয় আয়করের সংশোধিত হার ও শর্ত নিম্নরূপঃ

- সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর বিদ্যমান আয়করের হার (দলিল মূল্যের ৫%) ৩১ আগষ্ট ২০০৯ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ হতে এ হার দলিল মূল্যের ৫% এর পরিবর্তে ২% হবে।
- সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার বাইরে এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বের অ-কৃষি সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৩১ আগষ্ট ২০০৯ পর্যন্ত দলিল মূল্যের ৫% হারে এবং ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ হতে দলিল মূল্যের ৫% এর পরিবর্তে ১% হারে পরিশোধ করতে হবে।

(গ) **Income-tax Rules, 1984** এ নতুন **Rule 25AA** সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন প্রতিস্থাপিত Section 19A এর অধীনে বিনিয়োগের ঘোষণা ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে ঘোষণা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ফরম প্রণয়ন করা হয়েছে যা জারীকৃত এসআরও নং ১৮৯-আইন/আয়কর/২০০৯,

তারিখ ১ জুলাই ২০০৯ এর মাধ্যমে Income-tax Rules, 1984 এ Rule 25AA সংযোজন করা হয়েছে। করদাতাগণ নিম্নে বর্ণিত ফরমের আলোকানুলিপিও ঘোষণার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

**Rule 25AA: Declaration under section 19A for Special tax treatment.-**

The declaration to be furnished as required under section 19A of the Income-tax Ordinance, 1984 shall be in the following manner:-

- (1) Name and address of the assessee: .....
- (2) TIN: .....
- (3) Name of the (a) Circle ..... (b) Taxes Zone .....
- (4) Name of the industrial undertaking in which the investment is made/to be made .....  
(Registered office/Address) .....
- (5) Source(s) of Investment .....  
Amount of investment (In figures) .....  
(In words) .....
- (6) Probable date of completion of investment .....
- (7) Tax paid  
(a) Amount (In figures) .....  
(In words) .....
- (b) Challan/ Pay-order no.....  
Bank..... Date .....
- (8) Number of employees to be employed in the industrial undertaking in which the investment is made/to be made.....

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given above is correct and complete.

Name and signature of the assessee  
Date:

(ঘ) চালানের মাধ্যমে আয়কর জমার সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **Rule 26A**

এর সংশোধনঃ

এস,আর,ও নং ১৮৯-আইন/আয়কর/২০০৯, তারিখ ১ জুলাই, ২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে Income-tax Rules, 1984 এর Rule 26A এর দ্বিতীয় প্রোভাইসো সংশোধনপূর্বক চালানের মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর জমার বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে তা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে নির্ধারিত চালানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর জমা দেয়ার বিধান কার্যকরী হয়েছে।

(ঙ) টিআইএন ইস্যুর ক্ষেত্রে কর প্রদানের বিধান সম্বলিত Rule 64B সংশোধন এবং টিআইএন আবেদন ফরমে নতুন paragraphs 8 এবং 9 সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Section 184B সংশোধন করে টিআইএন গ্রহণের ক্ষেত্রে কর পরিশোধের বিধান করা হয়েছে। তদনুযায়ী Income-tax Rules, 1984 এর Rule 64B তে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত Rule 64B অনুযায়ী টিআইএন গ্রহণের ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা আয়কর জমা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। জমাকৃত আয়করের এ অংক রিটার্নে প্রদর্শিত/নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের সাথে সমন্বয় করা যাবে। এ ছাড়া টিআইএন আবেদন ফরমে নতুন paragraphs 8 এবং 9 সংযোজন করা হয়েছে। Paragraph 8 এ কর পরিশোধের তথ্য যথা- চালান অথবা পে-অর্ডার নম্বর ও তারিখ, ব্যাংকের নাম ও শাখা উল্লেখ করতে হবে। Paragraph 9 এ জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর সন্নিবেশের বিধান করা হয়েছে।

৩৮। অর্থ আইন, ২০০৯ এ প্রজ্ঞাপনের (এস,আর,ও) মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনসমূহঃ

(ক) বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংকলরী, পিক-আপ, হিউম্যান হলার, ম্যান্সি বা মালবহনকারী অটোরিক্সার অনুমিত আয়কর হার পরিবর্তনঃ

এস,আর,ও নং ১৭১ -আইন/২০০৯।- তারিখ ৩০/০৬/২০০৯ এর মাধ্যমে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংকলরী, পিক-আপ, হিউম্যান হলার, ম্যান্সি বা মালবহনকারী অটোরিক্সার অনুমিত আয়করের হার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ইতোপূর্বে জারীকৃত এ সম্পর্কিত এস,আর,ও সমূহ বাতিল করা হয়েছে। পরিবর্তিত হারে উৎসে অনুমিত আয়কর সংগ্রহের এ বিধানটি ১ জুলাই ২০০৯ হতে কার্যকরী হয়েছে।

তবে বর্ণিত এস,আর,ও এর (১) ও (২) নং ক্রমিকে উল্লেখিত যানবাহনের ক্ষেত্রে অনুমিত আয়কর প্রদানের পদ্ধতি পূর্বের অনুরূপ হবে।

এছাড়া (১) নং ক্রমিকে বর্ণিত যানবাহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের মালিককে উক্ত যানবাহনের উপর প্রদেয় অনুমিত আয়কর পরিমাণের শতকরা দুই শত ভাগ সংশ্লিষ্ট যানবাহনের রেজিস্ট্রেশনের সময় বিনিয়োগের উপর আয়কর হিসেবে

পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখিত হারে আয়কর পরিশোধ করার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের বিনিয়োগ করমুক্ত বলে বিবেচিত হবে এবং কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে কর বিভাগ কর্তৃক এরূপ বিনিয়োগ গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগের উপর আয়কর শুধু সংশ্লিষ্ট যানবাহনের রেজিস্ট্রেশনের সময়ই প্রদান করতে হবে। যানবাহনের বিনিয়োগের উপর কর পরিশোধের বিষয়টি ঐচ্ছিক অর্থাৎ যানবাহনের মালিক যদি রেজিস্ট্রেশনের সময় এ কর পরিশোধ না করেন তাহলে কর নির্ধারণের সময় উপকর কমিশনারের নিকট যানবাহনে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎসের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

(খ) নতুন স্থাপিত শিল্পে হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধের সুবিধা প্রদানঃ

এস,আর,ও নং ১৭২-আইন/২০০৯। তারিখ ৩০/০৬/২০০৯ এর মাধ্যমে ১লা জুলাই, ২০০৯ ইং হতে ৩০শে জুন, ২০১২ইং পর্যন্ত (উভয় দিবস অন্তর্ভুক্ত) সময়ের মধ্যে নতুন ভাবে স্থাপিত নির্ধারিত কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এলাকাভেদে পাঁচ অথবা সাত বছর মেয়াদে কিছু শর্ত সাপেক্ষে হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান এবং মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কোস্টার ও ডাম্পবার্জের অনুমিত আয়করের হার পরিবর্তনঃ

এস,আর,ও নং ১৭৩-আয়কর/২০০৯, তারিখ ৩০ জুন ২০০৯ এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান এবং মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কোস্টার ও ডাম্পবার্জের অনুমিত আয়করের হার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ইতোপূর্বে বর্ণিত জারীকৃত এ সম্পর্কিত এস,আর,ও সমূহ বাতিল করা হয়েছে। পরিবর্তিত হারে উৎসে অনুমিত আয়কর সংগ্রহের এ বিধানটি ১ জুলাই ২০০৯ হতে কার্যকরী হয়েছে।

(ঘ) মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের মালিকদের উপর মালিকানাভিত্তিক অনুমিত আয়কর আরোপঃ

এস,আর,ও নং ১৮৭-আইন/২০০৯, তারিখ ১ জুলাই ২০০৯ এর মাধ্যমে মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের মালিকদের উপর মালিকানাভিত্তিক অনুমিত আয়কর আরোপের বিধান করা হয়েছে। মালিকানাভিত্তিক অনুমিত আয়কর আরোপের বিধানটি ১ জুলাই ২০০৯ইং হতে কার্যকরী হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রদেয় আয়করের হার হবে নিম্নরূপঃ-

গাড়ীর ধরণ	প্রদেয় আয়করের হার
(ক) ১৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর কার এর জন্য	- টাকা ৩,০০০.০০
(খ) ২০০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর কার এর জন্য	- টাকা ৪,০০০.০০
(গ) ২০০০ সিসি'র উপরে প্রতিটি মোটর কার এর জন্য	- টাকা ৭,০০০.০০
(ঘ) ২৮০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি জীপ এর জন্য	- টাকা ৬,০০০.০০
(ঙ) ২৮০০ সিসি'র উপরে প্রতিটি জীপ এর জন্য	- টাকা ৮,০০০.০০
(চ) মাইক্রোবাস প্রতিটির জন্য	- টাকা ৩,০০০.০০

- \* সংশ্লিষ্ট মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের রেজিস্ট্রেশনের সময় অথবা ফিটনেস নবায়নের তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে উপরি-উক্ত হারে আয়কর প্রদান করতে হবে;
- \* মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের মালিক যে কর সার্কেলের অধিক্ষেত্রাধীন করদাতা তিনি সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলের উপ-কর কমিশনার এর বরাবর ইস্যুকৃত কোন তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারে অনুমিত আয়করের অংক পরিশোধ করবেন। অনুমিত আয়কর জমার পে-অর্ডারটি সংশ্লিষ্ট সার্কেলে দাখিল করে উপকর কমিশনার বা তাঁর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রত্যয়নপত্র/প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সংগ্রহ করে তা বিআরটিএ'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পে-অর্ডারের ফটোকপিসহ উপস্থাপন করতে হবে।
- \* আয়কর জমাদানের বিষয় নিষ্পত্তি হওয়ার পরই কেবল বিআরটিএ এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়ন করবেন। অন্যথায় বিআরটিএ উক্ত যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান/ফিটনেস নবায়ন করা থেকে বিরত থাকবেন।
- \* কর সার্কেল অফিস কর্তৃক ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতার জন্য "১/১১৪১/০০০০/০১১১ -আয়কর কোম্পানী ব্যতীত" এবং কোম্পানী করদাতার জন্য "১/১১৪১/০০০০/০১০১ -আয়কর কোম্পানীসমূহ" খাতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে প্রদত্ত অনুমিত আয়করের অংক জমা প্রদান করতে হবে এবং চালানের উপরের অংশে বড় অক্ষরে "মোটর যান বাবদ আয়কর" শব্দগুলো লিখতে হবে।
- \* এ বিধানের অধীনে আয়কর প্রদানকারীর আয় তাঁর আয়কর রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে, তবে এরূপ আয়ের জন্য অতিরিক্ত কর প্রদেয় হবে না এবং এরূপ আয়ের পরিমাণ করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত আয়করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোট আয়ের বেশী হবে না। প্রদত্ত আয়কর করদাতার মোট আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের সাথে সমন্বয় করা যাবে।

উল্লেখ্য যে সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী দূতাবাস ও মিশনের মালিকানাধীন মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

(ঙ) প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানীকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপরীতে কর অব্যাহতির সুবিধা প্রদানঃ

এস,আর,ও নং ১৮৮-আইন/আয়কর/২০০৯, তারিখ ১ জুলাই ২০০৯ এর মাধ্যমে প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানীকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপরীতে প্রদত্ত কর অব্যাহতির সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তের সঙ্গে "জুন ২০১২ এর









1. **Assessment location :**

Zone :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Circle :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. **Status :**

Individual  Company  Firm

Association of persons  Hindu undivided family  Local Authority

**Deputy Commissioner's Comment:**

Acceptable  Not acceptable

TIN 

				-								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Signature of the Deputy Commissioner of Taxes SEAL;**

বাজেট কার্যক্রম, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে সংযোজিত নতুন অষ্টম সিডিউল এবং প্রণীত প্রজ্ঞাপনসমূহ সংযোজনী আকারে পরিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

**Bangladesh Tax Update**

[www.kdroy.com.bd](http://www.kdroy.com.bd)/[www.ltr.com.bd](http://www.ltr.com.bd)

মোঃ আব্দুল লতিফ  
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নোটঃ বাজেট কার্যক্রম, ২০০৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে সংযোজিত নতুন অষ্টম সিডিউল ('আয়কর ম্যানুয়েল প্রথম খণ্ড' বইতে) এবং প্রণীত প্রজ্ঞাপনসমূহ ('আয়কর ম্যানুয়েল দ্বিতীয় খণ্ড' ও 'আয়কর প্রজ্ঞাপন' বইতে) সন্নিবেশ করা হয়েছে।